দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ২৪ ০৬ ২০০২
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

নগর

# ঢাকা ভার্সিটি ছাত্রদলের দু'গ্রুপের সংঘর্ষ

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হলে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনায় দুই ছাত্রদল কর্মী আহত হয়েছে। অতি তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে সৃষ্ট দ্বন্দ্বের জের ধরে গতকাল (রবিবার) এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পরপরই ছাত্রদলের দুই নেতা-কর্মীকে হলে অবাঞ্ছিত ঘোষণা এবং আরও তিন কর্মীকে শোকজ করা হয়। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, হলে এক জুনিয়র কর্মীকে সিট দেয়াকে কেন্দ্র করে গত শনিবার রাতে মুহসীন হলের সাংগঠনিক সম্পাদক আনোয়ার কবীর রয়েলের সাথে হলের নেতা শহীদুলের তীব্র বাকবিতণ্ডা হয়। এ ঘটনার জের ধরে ছাত্রদল নেতা জাহিদ গতকাল মধুর কেন্টিনের সামনে প্রকাশ্যে শহীদুলকে হুমকি দেয়। জাহিদের নির্দেশে তার গ্রুপের কর্মীরা শহীদুলকে মারধর করার জন্য টানা-হেঁচড়া করে। এ সময় ছাত্রদলের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার নেতারা এসে পরিস্থিতি শান্ত করেন। পরে জাহিদের নির্দেশে ছাত্রদল কর্মী পাইলটসহ কয়েকজন মুহসীন হলে এসে শহীদুল যাতে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য সশস্ত্র অবস্থান নেয়। বেলা দেড়টার দিকে শহীদুল কয়েকজন কর্মীসহ হলে গেলে ধাওয়া খেয়ে চলে যায়। এ সময় জাহিদ গ্রুপের কর্মীদের সাথে শহীদুল সমর্থিত কর্মীদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। জাহিদ গ্রুপের কর্মীরা প্রতিপক্ষ গ্রুপের কর্মী রাজনকে লক্ষ্য করে পিস্তল দিয়ে গুলী করলেও গুলী বের না হওয়ায় রাজন রক্ষা পায়। পরে তার মাথায় চাপাতি দিয়ে আঘাত করা হলে তার কপাল কেটে যায়। এছাড়া জিয়া নামে অপর একজনকে জাহিদ গ্রুপের কর্মীরা লাঠি দিয়ে মাথায় আঘাত করে। এ সময় দুই গ্রুপের মধ্যে তুমুল হট্টগোল, হৈ চৈ আর ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনায় হলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে ছাত্রদলের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার যুগ্ম আহবায়ক আসাদুজ্জামান আসাদ হলে গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করেন। ছাত্রদলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ ঘটনায় শহীদুলকে এবং কয়েকদিন আগে হলের সাধারণ সম্পাদক গোলাম হাফিজ নাহিদের সাথে অসদাচরণ করায় মেসবাহ নামে আরেকজনকে হলে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়। এছাড়া সংঘর্ষের ঘটনায় ইমন, রাজন ও মোস্তাককে ছাত্রদলের পক্ষ থেকে শোকজ করা হয়েছে।